

কলি পুরুষের আগমন

কল্কি পুরাণ অনুসারে কলযুগের চারটি বাসস্থান:****

কলি পুরুষের আগমন

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর, অর্জুনের পটৌত্র রাজা পরীক্ষতি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক। একদিন রাজ্য পরিদর্শনের সময়, তিনি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলেন □ একটি বলদ, মাত্র এক পায়ে দাঁড়িয়ে, রক্তাক্ত ও কাঁপছে, আর এক অন্ধকার, নশিষ্ঠুর ব্যক্তি তাকে নির্যাতন করছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক অসহায় গাভী □ যা প্রতীকীভাবে ভূমি দেবী।

এই নশিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিল কলি পুরুষ □ কলযুগের জীবন্ত প্রতীক।

ধর্ম (বলদ) ও ভূমি দেবীকে আক্রমণ দেখে রাজা পরীক্ষতি ক্রোধান্বিত হন এবং তলোয়ার তুলে নলেন। কিন্তু কলি পুরুষ রাজামহারাজের পদতলে লুটিয়ে পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করল। সে যুক্তি দিল, তার সময় এসে গেছে □ এটা মহাবিশ্বের ন্যায়, তাই তাকে বাস করার জায়গা দিতে হবে। রাজা পরীক্ষতি শাস্ত্র ও সময়ের স্বভাব জেনে তাকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে, কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসের অনুমতি দিলেন।

ধর্মের পতন

যুগের শুরুতে ধর্ম এক বলদের চারটি পায়ে দাঁড়িয়েছিল □ সত্য (Satya), দয়া (Daya), তপস্যা (Tapas) ও শৌচ (Shaucham)। কলযুগে এসে কেবল সত্যের একটি পা অবশিষ্ট আছে, স্টেটিও টলমল করছে।

রাজা পরীক্ষতি কলযুগের প্রভাব সীমাবদ্ধ করতে কলি পুরুষকে চারটি স্থানে বসবাসের অনুমতি দেন □

1. দ্যুতম (জুয়া ও পাশা খেলা):--জুয়া প্রতারণা, লোভ ও যুক্তিবিোধ হারানোর প্রবণতা তৈরি করে। এটি মানুষকে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করে ও পরিবার ধ্বংস করে। মহাভারতে পাশা খেলার ফলে পাণ্ডবদের রাজ্য হারানোর ঘটনাই তার প্রমাণ।
2. পানম (মদ্যপান ও নশো):--মদ ও অন্যান্য নশোজাতীয় দ্রব্য মানুষকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। এটি তামসিক প্রবৃত্তি বাড়ায়, আত্মসংযম নষ্ট করে এবং পাপের দিকে ঠেলে দেয়।
3. সুবর্ণম (সোনা ও অযাচতি ধন):--সোনা বস্তুগত লোভ ও অহংকারের প্রতীক। ধন-সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দুর্নীতি, বৈষম্য ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে।
4. স্ত্রয়িঃ (অশ্লীল কামাচার ও দহেব্যবসা):--এখানে 'স্ত্রয়িঃ' শব্দটিনারীকে নয়, বরং অনিয়ন্ত্রিত লালসা ও যটন অসচ্চরিত্রতাকে বোঝায়। যটনতার বাণিজ্যিকীকরণ মানব সম্পর্কের পবিত্রতা ধ্বংস করে।

কলযুগের গোপন আশীর্বাদ

কল্কি পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বলা আছে, এই যুগে পতন যতই গভীর হোক, একটি আশ্চর্য আশীর্বাদ রয়েছে □ সামান্য ভক্তও বিপুল ফল দেয়।

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে □

"হে রাজন, যদ্যপি কলযুগ দোষের সাগর, তবু এতে এক মহাগুণ আছে □ কেবল কৃষ্ণের নাম কীর্তন করলেই মানুষ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে।"

(ভাগবত পুরাণ ১২.৩.৫১)

